কলা অনুষদ বার্তা

বর্ষ ০২, সংখ্যা ০২ জুলাই - ডিসেম্বর ২০২৫

শুভেচ্ছা বার্তা

এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ থেকে 'কলা অনুষদ বার্তা'র দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। নবনিযুক্ত ডিন হিসেবে এই প্রকাশনার সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি গর্ব ও আনন্দ বোধ করছি। কলা অনুষদের একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রার সামগ্রিক চিত্র এই প্রকাশনার মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি আমার জন্য কেবল দায়িত্বের ব্যাপার নয়, একইসঙ্গে অনুপ্রেরণারও।

এই প্রকাশনা কলা অনুষদের সতেরোটি বিভাগের শিক্ষা, গবেষণা, সাংস্কৃতিক চর্চা ও পাঠ্যক্রমভিত্তিক বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডকে সমন্বিতভাবে উপস্থাপনের উদ্যোগ। আমি মনে করি, পরিসরের সীমাবদ্ধতার কারণে বিভাগভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অর্জনের খুব সামান্য অংশই এই সংকলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলো। তারপরও এর মধ্য দিয়ে কলা অনুষদের একাডেমিক পরিবেশ, সৃজনশীল চর্চা, গবেষণাধর্মী কার্যক্রম এবং সামগ্রিক সাফল্যের ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রতিটি বিভাগের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণকে আমি সাধুবাদ জানাই।

প্রাথমিকভাবে বছরে দুটি সংখ্যা (জানুয়ারি-জুন এবং জুলাই-ডিসেম্বর) প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় জুলাই ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ের শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য নির্বাচিত খবর ও চিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জ্ঞানচর্চার অংশ হিসেবে কলা অনুষদভুক্ত বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন, গবেষণা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এবং সৃজনশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনুষদের মর্যাদা সমুন্নত রেখে চলেছেন।

এই প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যাঁরা নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন– সম্মানিত বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীর প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আমি আশা করি, আগামী সংখ্যাগুলোতে আপনাদের আরও মূল্যবান গবেষণা, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড এবং পাঠদান ও পাঠগ্রহণের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত হবে। এর মাধ্যমে 'কলা অনুষদ বার্তা' ক্রমে আরও সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত ও অর্থবহ প্রকাশনায় পরিণত হবে।

আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার
ডিন (ভারপ্রাপ্ত)
কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পরিষদ

ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম — আহ্বায়ক
অধ্যাপক, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব কে এম আফতাবুল ইসলাম তন্ময় — সদস্য
প্রভাষক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব মো. হাসাইবুর রহমান — সদস্য
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধান সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার
ডিন (ভারপ্রাপ্ত)
কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকাল : মে ২০২৬

কলা অনুষদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ সেমিনার

জুলাই বিপ্লবের চেতনা ধারণ ও উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনার সিরিজের 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪ : ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ও নব নির্মাণ' শীর্ষক বিশেষ সেমিনার ৩১ জুলাই ২০২৫ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় লেকচার থিয়েটার ভবনের আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, মাননীয় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, পিএইচডি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলা অনুষদের মাননীয় ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচনা শেষে প্রশ্ন-উত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়।

A Day long Workshop

কলা অনুষদের উদ্যোগে ১৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ রবিবার, শহিদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সভাকক্ষে "Designing Effective Assessments in Outcome-Based Education: Question Preparation and Evaluation" বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপটি সকাল ও বিকাল ২টি সেশনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সেশনে Welcome Speech প্রদান করেন Professor M.A. Kawser, Workshop coordinator, Department of History, University of Dhaka. Dean's Speech প্রদান করেন Professor Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan, Dean, Faculty of Arts, University of Dhaka। Professor Dr. Md. Abdur Razzaque "Script Evaluation with Outcome-Based Rubric Models"-এর উপর আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। Professor Dr. Md. Anwarul Islam "Crafting Effective Questions for OBE: Examples and Insights"-এর উপর আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। Professor Dr. Md. Ashraful Alam "Assessment in OBE: Focusing on the Alignment and Attainment of Outcomes"-এর উপর আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। উক্ত ওয়ার্কশপে ৬৮ জন অধ্যাপক, ৩৫ জন সহযোগী অধ্যাপক, ২৩ জন সহকারী অধ্যাপক, ৩৪ জন প্রভাষকসহ ১৬০ জন সম্মানিত শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

কলা অনুষদ শতবর্ষ ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি ২০২৫

১৯ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার, দুপুর ১২:০০টায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের স্পেশাল কনফারেন্স রুমে কলা অনুষদ শতবর্ষ ট্রাস্ট ফান্ডের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং মাননীয় উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলা অনুষদের মাননীয় ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় কোষাধ্যক্ষ ও কলা অনুষদ শতবর্ষ বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, পিএইচডি। আরো উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের চেয়ারম্যান ও সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কলা অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ থেকে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সদাচরণ, ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি ও লেখাপড়ায় সন্তোষজনক অগ্রগতি সাপেক্ষে কলা অনুষদ শতবর্ষ বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ড হতে মোট ৪১ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে এককালীন ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা করে অর্থ প্রদান করা হয়।

ডিন্‌স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

১৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার, সকাল ১০:০০টায় কলা অনুষদ-এর Dean's Award–2025 নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত

বি.এ. (সম্মান) এবং এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলকারী ১৫৬ জন শিক্ষার্থীকে ৩টি ক্যাটাগরিতে Dean's Award প্রদান করা হয় : ক. Dean's Merit List of Excellence, খ. Dean's Merit List of Honour, গ. Dean's Merit List of Academic Recognition। ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দেশে/বিদেশে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ এবং স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধের জন্য কলা অনুষদে পূর্ণকালীন কর্মরত ১০ জন শিক্ষকের মধ্যে চারটি ক্যাটাগরিতে গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ডিন্‌স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় : (ক) দেশে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ, (খ) বিদেশে প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ, (গ) দেশে স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ, (ঘ) বিদেশে স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ। অনুষ্ঠানে ডিন্‌স স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের প্রাক্তন ডিন ও ইংরেজি বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি। সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, পিএইচডি। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ, চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দ, প্রাধ্যক্ষবৃন্দ, প্রক্টর, অফিস প্রধানগণ এবং অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

Seminar on

AI Literacy for Teachers and Researchers in the Humanities

"AI Literacy for Teachers and Researchers in the Humanities" শীর্ষক একটি সেমিনার ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ (বুধবার) বিকেল ৩:০০টায় আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ, TESOL Society of Bangladesh এবং ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের আমেরিকান সেন্টারের সহযোগিতায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষকগণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। তিনি মানবিকবিদ্যায় সমসাময়িক শিক্ষাদান ও গবেষণা চর্চায় এআই লিটারেসির গুরুত্ব তুলে ধরেন। সেমিনার আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে অধ্যাপক এম. এ. কাউসার অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয় বার্মিংহামের ড. লিলিয়ান ডব্লিউ. মিনা। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় বিশেষভাবে মানবিকবিদ্যায় শিক্ষণ পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম নকশা এবং একাডেমিক গবেষণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রূপান্তরমূলক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। কলা অনুষদের শিক্ষক ও গবেষকগণ সেমিনারটিতে এআই টুলসের ব্যবহার সংক্রান্ত সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন। সামগ্রিকভাবে, সেমিনারটি সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি একাডেমিক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করেছে।

বাংলা বিভাগ

প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টার ওরিয়েন্টেশন ক্লাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ২ জুলাই ২০২৫ বুধবার, সকাল ১০টায় কলাভবনের শহিদ মুনীর চৌধুরী শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিভাগের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলা বিভাগের কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী ও অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম।

কথা ও গানে জীবনানন্দ স্মরণ

কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণে বাংলা বিভাগ গত ২৯ অক্টোবর ২০২৫ আয়োজন করে 'কথা ও গানে জীবনানন্দ' শীর্ষক অনুষ্ঠান। বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল জীবনানন্দ বিষয়ক তাঁর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম।

শহিদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি

শহিদ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলা বিভাগ গত ২৭ নভেম্বর ২০২৫ আয়োজন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্মৃতিচারণ

অনুষ্ঠান। বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ ছাড়াও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুনীর চৌধুরীর পুত্র জনাব আসিফ মুনীর ও তাঁর সরাসরি ছাত্রী অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল।

ইংরেজি বিভাগ

প্রফেসর এমেরিটাস, প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের স্মরণসভা

প্রফেসর এমেরিটাস, প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (১৮ জানুয়ারি ১৯৫১ - ১০ অক্টোবর ২০২৫) স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মরহুমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরবর্তীতে বিভাগের চেয়ারপার্সনসহ উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন, সাহিত্যকর্ম এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করেন। বক্তারা তাঁর মানবিক গুণাবলি, শিক্ষক হিসেবে নিবেদন এবং দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসরে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা করেন এবং পরবর্তীতে ইউল্যাব-এ যোগ দেন। তিনি আধুনিক বাংলা ছোটগল্প ও প্রবন্ধের একজন বিশিষ্ট লেখক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ২০১৮ সালে একুশে পদক এবং ১৯৯৬ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া তিনি 'কালি ও কলম' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এবং বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, তিনি ১০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। স্মরণসভায় বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

Assessment for the OBE Curriculum শীর্ষক কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সেন্টার ফর ইংলিশ টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ (CETR)-এর উদ্যোগে "Assessment for the OBE Curriculum" শীর্ষক একটি কর্মশালা ১৮ নভেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার, লিটারেচার সেমিনার লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ১:৩০টা পর্যন্ত আয়োজিত এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল Outcome-Based Education (OBE) কারিকুলামের মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এ বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন। কর্মশালায় ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে প্রশ্ন প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং OBE কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। উক্ত কর্মশালায় অধ্যাপক জেরিন আলম, অধ্যাপক শাহনাজ সিনহা, অধ্যাপক বিজয় লাল বসু এবং জনাব তাওসিফ এহসান তাঁদের মূল্যবান মতামত ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন। তাঁদের উপস্থাপনায় OBE ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কর্মশালাটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রাণবন্ত আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং শিক্ষণ-শেখন প্রক্রিয়ায় মূল্যায়নের গুণগত মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের উদ্যোগ বিভাগের একাডেমিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও যুগোপযোগী করতে সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, রবিবার, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে সকাল ১১:০০টায় কলা ভবনের ২০৮০ নম্বর কক্ষে একটি স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিভাগীয় ম্যুরালের সামনে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং কলা অনুষদের ডিন শহীদ বুদ্ধিজীবীদের অবদান, ত্যাগ ও জাতীয় জীবনে তাঁদের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে 'কৃষ্ণচূড়া' সংগঠনের সদস্যবৃন্দ সংগীত ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করেন, যা উপস্থিত সকলের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও আবেগের সঞ্চার করে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে সমাপনী বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত হয়। এটি বিভাগের একটি নিয়মিত ও তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজন হিসেবে বিবেচিত।

আরবী বিভাগ

আরবী বিভাগে দু'দিনব্যাপী পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা-বিষয়ক কর্মশালা

দারুল মাখতূতাত-ইস্তাম্বুল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ যৌথভাবে গত ১৩ ও ১৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হকের সভাপতিত্বে দু'দিনব্যাপী পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা- বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। এতে আরবী বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী, এমফিল ও পিএইচডি গবেষকবৃন্দ এবং আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অংশ নেন এবং ধ্রুপদী আরবি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ লাভ করেন। কর্মশালাটিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুজন পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ– ইস্তাম্বুলের ফাতিহ সুলতান মেহমেত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মাহমুদ মাসরি ও তুরস্কের গাজিয়ান্তেপের ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি'র প্রফেসর ড.

ফায়সাল আল-হাফিয়ান। তাঁরা প্রশিক্ষণার্থীদের আরবি পাণ্ডুলিপি অধ্যয়নের গুরুত্ব ও পাণ্ডুলিপি পাঠের রীতিনীতি সংক্রান্ত ধারণা প্রদান করেন। অংশগ্রহণকারীরা প্রাচীন আরবি পাঠ-সম্পাদনা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার সুযোগ পান। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আয়োজিত এ কর্মশালা ধ্রুপদী আরবি পাণ্ডুলিপি অধ্যয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কর্মশালার সমাপনীতে দারুল মাখতূতাত–ইস্তাম্বুল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ ভবিষ্যতে যৌথ গবেষণা, একাডেমিক এক্সচেঞ্জ ও সক্ষমতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করে।

বর্তমান গাজা পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা সভা

১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে "Gaza: The Genocide of the 21st Century Happening Live before the World's Eyes" শীর্ষক এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের মাননীয় রাষ্ট্রদূত জনাব ইউসুফ রামাদান। তিনি ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাতের প্রেক্ষাপট, গাজার বর্তমান মানবিক পরিস্থিতি এবং মুসলিম বিশ্বের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে স্মরণ করিয়ে দেন, গাজায় যা ঘটছে তা শুধু একটি আঞ্চলিক সংকট নয়; বরং এটি মানবতার বিরুদ্ধে একবিংশ শতাব্দীর ভয়াবহতম গণহত্যা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং সভাপতিত্ব করেন আরবী বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক। আলোচনা সভায় বক্তারা ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য অধিকার ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি তাঁদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন এবং মুসলমানদের বর্তমান ভূমিকা ও করণীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরবী বিভাগের শিক্ষক ও আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা আলোচনার মাধ্যমে গাজা সংকট সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি লাভ করেন এবং বিশ্ববাসীর সামনে এই চলমান মানবিক বিপর্যয়কে আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। অনুষ্ঠানটি গাজা পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশের একাডেমিক মহলে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রকাশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আরবী বিভাগের নবীনবরণ, বিদায় সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের বরণ এবং মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ১২ নভেম্বর ২০২৫ বুধবার আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী তানভীর রহমান ও তামান্না খাতুন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি, আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটি জাতিসংঘের স্বীকৃত অন্যতম একটি ভাষা। বিশ্বের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলে মধ্যপ্রাচ্যসহ বৈশ্বিক পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন জীবনের অপব্যবহার না করে ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক জোরদারের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে আরবী বিভাগ থেকে নির্বাচিত ২৩ জন ছাত্র প্রতিনিধিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়া, কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করায় 'এজেএম কুতুবুল ইসলাম নোমানী বৃত্তি ফান্ড' এবং 'খন্দকার মো. হাবিবুল্লাহ বৃত্তি ফান্ড' থেকে বিভাগের ৩৪ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

Health Insurance Workshop

৯ জুলাই ২০২৫ তারিখ, বুধবার ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে Health Insurance Workshop অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক ঝুঁকি কমাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বীমা সুবিধা চালু করেছে। সম্প্রতি এই বীমা প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর ও কার্যকর করতে বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সটিটিউটে 'Health Insurance Workshop' বা সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই বীমা প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক নিয়মিত শিক্ষার্থীকে বাৎসরিক মাত্র ২৭০ থেকে ৩৩০ টাকা প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়, যা সাধারণত ভর্তির সময় এককালীন সংগ্রহ করা হয়। বীমার সুবিধা পেতে শিক্ষার্থীর বয়স ২৮ বছরের নিচে হতে হবে। কর্মশালাগুলোতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জানানো হয় যে তারা তালিকাভুক্ত বিভিন্ন হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ (IPD) চিকিৎসার জন্য বছরে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টাকা পর্যন্ত কাভারেজ পেতে পারেন। এছাড়া বহির্বিভাগ (OPD) চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ফি, ঔষধ এবং পরীক্ষার জন্য বার্ষিক প্রায় ১০,০০০ থেকে ১১,০০০ টাকা বরাদ্দ থাকে।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হলো বীমা দাবি (Claim) করার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। অনেক শিক্ষার্থীই জানেন না যে, দাবি করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (যেমন: প্রেসক্রিপশন, ডায়াগনস্টিক রিপোর্ট, ইনভয়েস এবং প্রিমিয়াম জমার রশিদ) কীভাবে এবং কোথায় জমা দিতে হয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা স্টুডেন্ট ইআইএস পোর্টাল থেকে বীমা সংক্রান্ত ফর্ম সংগ্রহ করা যায়। এই উদ্যোগের ফলে শিক্ষার্থীরা কেবল আর্থিকভাবেই লাভবান হচ্ছে না, বরং একটি সুস্থ ও সুরক্ষিত ক্যাম্পাস জীবন নিশ্চিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব হেলথ ইকোনমিক্স (IHE) এই প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। উক্ত কর্মশালায় বিভাগীয় জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান ও চেয়ারম্যান ড. মো. মুমিত আল রশিদ, শিক্ষকবৃন্দ ও বিভিন্ন সেমিস্টারের শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এআই কর্মশালা

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ AI-Reinventing Campus Connect Workshop Infinix আয়োজিত "Level Up with AI – Reinventing Campus Connect Workshop" শীর্ষক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অনুষ্ঠিত এআই (AI) কর্মশালাটি ছিল প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে আয়োজিত এই কর্মশালায় বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. মুমিত আল রশিদ এবং আইআইটির প্রফেসর ড. বি এম মাইনুল হোসেনের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সামনে এআই প্রযুক্তির আধুনিক ব্যবহারিক দিকগুলো তুলে ধরা হয়। ঐতিহ্যবাহী ফারসি সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি, যেমন–ইনফিনিক্সের ওয়ান ট্যাপ এআই (One Tap AI) ও এআই-চালিত স্মার্টফোনের কার্যকারিতা নিয়ে হাতে-কলমে শেখানো হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন শিক্ষা ও গবেষণায় এআই কীভাবে সৃজনশীলতা ও দক্ষতা বাড়াতে পারে, তা জানার সুযোগ পান। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল ফারসি বিভাগের মতো মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদেরও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সাথে যুক্ত করে 'স্মার্ট ক্যারিয়ার' গড়ার পথে এগিয়ে দেওয়া। কর্মশালায় ইনফিনিক্সের পক্ষ থেকে নতুন হট ৬০ (HOT 60) সিরিজ প্রদর্শন করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা এআই এক্সপেরিয়েন্স বুথে নতুন প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। কুইজ ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়, যা তাদের প্রযুক্তিপ্রেমী করে তুলতে উৎসাহিত করে। সামগ্রিকভাবে, এই ওয়ার্কশপটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য জ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

'ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার বৃত্তি ২০২৩-২০২৪' প্রদান এবং তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠান

১৯ অক্টোবর ২০২৫, রবিবার, আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 'ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার বৃত্তি ২০২৩-২০২৪' প্রদান এবং তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, পিএইচডি প্রধান অতিথি, কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি ও সম্মানিত প্রবন্ধ উপস্থাপক অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এবং সম্মাননীয় আলোচক জনাব মো: গোলাম মওলা, চেয়ারম্যান, উর্দু বিভাগ ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শামীম বানু, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, বিভাগীয় জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. মুমিত আল রশিদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

Motivational Speech

গত ১০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ, সকাল ১০:০০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ মোটিভেশনাল সেমিনারে "The Future of Persian Language and Literature in the Indian Subcontinent" (ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ) বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ওরিয়েন্টাল লার্নিংয়ের ফারসি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নাছির। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ (NUML), ইসলামাবাদের ট্রান্সলেশন এন্ড ইন্টারপ্রিটেশন বিভাগের ডিরেক্টর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এলামনাই ড. হুমায়রা শাহবাজ। আলোচনায় বক্তারা ভারতীয় উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোকপাত করেন। তারা বলেন, ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চল ফারসি

সাহিত্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমানে গবেষণাধর্মী সাহিত্য, অনুবাদ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের কাছে ফারসি ভাষাকে জনপ্রিয় ও কর্মমুখী করা সম্ভব। ড. হুমায়রা শাহবাজ শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ফারসি ভাষার মেলবন্ধনে নতুন কাজ করার আহ্বান জানান। বিভাগের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এই সেমিনারটি ছিল ফারসি ভাষা চর্চার প্রসার এবং দুই দেশের মধ্যে অ্যাকাডেমিক সম্পর্ক উন্নয়নের এক অনন্য প্রয়াস। সেমিনার শেষে অতিথিগণ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং উচ্চতর গবেষণার সুযোগ নিয়ে আলোচনা করেন।

উর্দু বিভাগ

"The Role of Iqbal and Nazrul Islam in National Awakening" শীর্ষক ৪র্থ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী উর্দু বিভাগ গত ০৯-১০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে দু'দিনব্যাপী "The Role of Iqbal and Nazrul Islam in National Awakening" শীর্ষক ৪র্থ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ও মুশায়েরার আয়োজন করেছে। উক্ত কনফারেন্সে প্রফেসর নিয়াজ আহমেদ খান, পিএইচডি, মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, ডিন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব মাহমুদুর রহমান, সম্পাদক, *দ্য ডেইলি আমার দেশ* এবং ড. এম. আবদুল আজিজ, মহাপরিচালক, বিএইআইটি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের আহবায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ গোলাম রব্বানী ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মো: গোলাম মাওলার উদ্যোগে উক্ত কনফারেন্স এবং মুশায়েরা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, কাতার, মিশর, কানাডা, জার্মানি, ফিনল্যান্ড, মরিসাস, নরওয়েসহ বিভিন্ন দেশের অধ্যাপক ও গবেষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করে তাদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ ২০ জুলাই ২০২৫ তারিখ রবিবার সকাল ১০টায় বিভাগীয় শ্রেণিকক্ষে স্মরণসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "স্মৃতিতে ভাস্বর রক্তাক্ত জুলাই: সাম্য ও মানবতার বাংলাদেশ"। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সুপারনিউমারারী অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনা প্রবাহের স্মৃতিচারণ করেন এবং জুলাই চেতনাকে ধারণ করে সাম্য ও মানবতার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিভাগের প্রভাষক কে এম আফতাবুল ইসলাম তন্ময়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মরণে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষার্থীরা দেশাত্ববোধক গান, নাচ এবং কবিতা পরিবেশন করেন। স্মরণসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অরসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বেলু রানী বড়ুয়া, সহযোগী অধ্যাপক ড. শামীমা নাছরিন, সহকারী অধ্যাপক রত্না রানী দাস, সহকারী অধ্যাপক রোমানা পাপড়ি, সেমিনার লাইব্রেরিয়ান ড. মৈত্রী তালুকদার এবং বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

পিবিএস ক্রীড়া মহোৎসব ২০২৫

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ, বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল মাঠে পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ১৫তম ব্যাচের আয়োজনে 'পিবিএস ক্রীড়া মহোৎসব ২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ক্রীড়া মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া মহোৎসবের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়া। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিভাগের বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ক্রীড়ার বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে ট্রফি, মেডেল এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সহযোগী অধ্যাপক ও ক্রীড়া শিক্ষক ড. শামীমা নাছরিন এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই ক্রীড়া মহোৎসবে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভাগের অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, সহযোগী অধ্যাপক ড. নীরু বড়ুয়া, সহকারী অধ্যাপক রত্না রানী দাস, সহকারী অধ্যাপক জ্যোতিস্বী চাকমা, সহকারী অধ্যাপক রোমানা পাপড়ি, প্রভাষক কে এম আফতাবুল ইসলাম তন্ময় এবং সেমিনার লাইব্রেরিয়ান ড. মৈত্রী তালুকদার। বিভাগের বিভিন্ন ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ক্রীড়া মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই ক্রীড়া মহোৎসবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা ২০২৫

গত ১১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ, মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের ১ম বর্ষ ১৯তম ব্যাচ শিক্ষার্থীদের বরণ এবং এম. এ ১৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া; রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া; কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ ও বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি এবং পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়া পিএমজেএফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ নবাগত ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। নবাগত ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে দুইজন শিক্ষার্থী তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। শিক্ষার্থীদেরকে বিভাগের পক্ষ থেকে ফুল এবং উপহার প্রদান করা হয়। নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা ২০২৫ অনুষ্ঠানের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. রত্না রানী দাস। আলোচনা সভা শেষে বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভাগের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

ইতিহাস বিভাগ

পিএইচডি সেমিনার

৩১ জুলাই ২০২৫ তারিখে ইতিহাস বিভাগের সম্মেলন কক্ষে গবেষক জনাব এম এ কাউসার-এর দ্বিতীয় পিএইচডি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেনের সভাপতিত্বে তিনি 'Sanitary and Health Drives in the Formation of Identity in Colonial Eastern Bengal' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিনসহ শিক্ষকবৃন্দ ও গবেষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

"কাজী শহীদুল্লাহ এনডাউমেন্ট ফান্ড"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এক কোটি টাকার "কাজী শহীদুল্লাহ এনডাউমেন্ট ফান্ড" গঠন করা হয়েছে, যার চেক গত ১৮ আগস্ট ২০২৫ বিভাগীয় চেয়ারম্যানের কাছে হস্তান্তর করেন প্রয়াত অধ্যাপকের স্ত্রী শবনম শহীদুল্লাহ। এই ফান্ডের মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও সৃজনশীল কাজে সহায়তা এবং বার্ষিক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে। বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও ইউজিসির সাবেক চেয়ারম্যান ড. কাজী শহীদুল্লাহর স্মরণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এম.এ. কারিকুলাম কর্মশালা (রিসার্চ মনোগ্রাফ)

১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে 'New M. A. Curriculum (with Advance Research Monograph)' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেনের সভাপতিত্বে এতে রিসোর্স পার্সন ছিলেন অধ্যাপক ড. শাহ শামীম আহমেদ এবং অধ্যাপক ড. রবিউল হক। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনসহ বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শন বিভাগ

কলোকুইয়াম লেকচার সিরিজ-১ অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের কলোকুইয়াম লেকচার সিরিজ-১, ২০২৫-২৬ এর প্রথম লেকচার গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বুধবার)

তারিখে বিভাগের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত লেকচার সিরিজের প্রথম বক্তা হিসেবে “Multidimensionality in al-Ghazali's Thoughts” শিরোনামে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিভাগীয় অধ্যাপক ড. শাহ্ কাউসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী। উল্লেখ্য, কলোকুইয়াম লেকচার সিরিজ-১ সফল করার নিমিত্তে দর্শন বিভাগ প্রতি মাসে লেকচার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ এবং ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের এম. এ. শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা গত ১৯ অক্টোবর ২০২৫ রবিবার ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র এবং নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে গত ২০ নভেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে সকাল ০৯:৩০ মিনিটে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে দর্শন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ, দর্শন বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ, সরকারি সাত কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ দর্শনানুরাগীদের অংশগ্রহণে এক র‍্যালি শুরু হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করার পর টিএসসিতে গিয়ে তা শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে “টেকসই ব্যবসায়ের নৈতিক ও যৌক্তিক ভিত্তি” শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দাউদ খাঁন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। তিনি তাঁর বক্তব্যে টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে দর্শনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. নূরুজ্জামান।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আন্তর্জাতিক সেমিনার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার ৭ জুলাই ২০২৫ তারিখ সোমবার সকাল ১০:০০টায় আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান, পিএইচডি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে ইসলামিক সাইকোলজির উপর লেকচার প্রদান করেন অস্ট্রেলিয়ার চার্লস স্টুয়ার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সাইকোলজির অধ্যাপক ড. জি. হোসাইন রসূল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ ছানাউল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ অংশগ্রহণ করেন।

নবীণ বরণ-২০২৫

ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ, মঙ্গলবার, সকাল ১০:০০টায় আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের মাননীয় ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ ছানাউল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষকমন্ডলী, নবীন শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী প্রতিনিধিগণ (সি.আর) উপস্থিত ছিলেন।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ এ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিজয়ীদের সংবর্ধনা

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ এ ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বিজয়ীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ, মঙ্গলবার সকাল ১০:০০টায় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শ্রেণি কক্ষে (কলাভবন, কক্ষ নং-২০২৪) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয়

চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ ছানাউল্লাহ। অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষকমন্ডলী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ডাকসু নির্বাচনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ৫ জন শিক্ষার্থী হল সংসদের ভিপি, ৩ জন শিক্ষার্থী ডাকসু কেন্দ্রীয় সদস্য এবং ১৩ জন শিক্ষার্থী হল সংসদের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হন। তাদের সকলকে বিভাগের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

Diamond Jubilee Lecture

গত ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে Diamond Jubilee Lecture আয়োজন করা হয়। "Critique and Construction in the Decolonization of Knowledge" শীর্ষক স্মারক লেকচার প্রদান করেন সিংগাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. সৈয়দ ফরিদ এলাটাস। অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসবিদ, শিক্ষক, গবেষক ও ডেলিগেটবৃন্দ যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনির্ভাসিটির মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের মাননীয় ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-সমিতির সম্মানিত সভাপতি মিসেস শবনম শেহনাজ চৌধুরী (দীপা)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

৭৫ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির গ্র্যান্ড রি-ইউনিয়ন যৌথ উদ্যোগে গত ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (T.S.C) অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ, অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান পিএইচডি, কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি মিসেস শবনম শেহনাজ চৌধুরী (দীপা) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে বিভাগের সহস্রাধিক সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক, গবেষক এবং সরকারি পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ সমাজের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ

"ফিরে দেখা জুলাই গণ-অভ্যুত্থান" শীর্ষক আলোচনা সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্যোগে "ফিরে দেখা জুলাই গণ-অভ্যুত্থান" শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ২৮ জুলাই ২০২৫, সোমবার সকাল ১১:০০টায় বিভাগের ১০০৭ নং শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. রোকনুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম আলোচক হিসেবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট এবং অভ্যুত্থানের দিনগুলির বিভিন্ন ঘটনাক্রম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। বিভাগের শিক্ষার্থী ইফফাত নওশীন জয়ী, মো. সোহরাব মিয়া এবং মাহমুদুল হাসান রায়হান জুলাই-অভ্যুত্থানে নিজেদের অংশগ্রহণের বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেন। সহযোগী অধ্যাপক ও ছাত্র উপদেষ্টা ড. শেখ মামুন মোস্তফা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। প্রধান অতিথি কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। তবে শিক্ষার্থীরাই সম্মুখ সারিতে থেকে গণ-অভ্যুত্থানে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে এবং জাতির সামনে নিজেদেরকে নায়ক হিসেবে উপস্থাপন

করেছে। তিনি কোনো মহলের প্ররোচনায় কিংবা কোনো কর্মকাণ্ডে যেন মানুষের কাছে শিক্ষার্থীদের এই ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। আগামী দিনেও শিক্ষার্থীরা যেকোনো সামাজিক বৈষম্য, অন্যায় ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

"Beyond the Library: The Future of LIS Careers" শীর্ষক গেস্ট লেকচার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে "Beyond the Library: The Future of LIS Careers" শীর্ষক গেস্ট লেকচার গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় কলাভবনের ১০০৭ নম্বর শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক-এর গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ইনফরমেশন স্টাডিজ-এর অধ্যাপক ও চেয়ার এবং আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট Emily Drabinski প্রদত্ত গেস্ট লেকচারে বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

"Toward Beneficial AI: Strategies for Coexisting with AI" শীর্ষক গেস্ট লেকচার

কানাডার University of Toronto-এর Faculty of Information-এর ডিন অধ্যাপক জাভেদ মুস্তাফা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার Sungkyunkwan University-এর অধ্যাপক ও যুক্তরাষ্ট্রের University of Washington-এর ইনফরমেশন স্কুলের Affiliate Professor Sam Oh গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে "Toward Beneficial AI: Strategies for Coexisting with AI" শীর্ষক লেকচার প্রদান করেন।

Professor Sam Oh তাঁর বক্তৃতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যতের তিনটি মূল বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রথমত, তিনি এআই-এর বর্তমান অবস্থান এবং বিবর্তন বিষয়ে আলোকপাত করেন। দ্বিতীয়ত, আগামী বছরগুলোতে এআই-এর সঙ্গে কার্যকরভাবে সহাবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার কথা তুলে ধরেন। পরিশেষে, তিনি এই দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপটের জন্য শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করতে একাডেমিক পাঠ্যক্রমের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে অধ্যাপক জাভেদ মুস্তাফা তথ্যের মৌলিক গুরুত্বের উপর জোর দেন, তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এবং একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে তথ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি তথ্যের যত্নশীল ও দায়িত্বশীল ব্যবহারের উপরও জোর দেন।

থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ

মুক্তি, মোক্ষ ও কায়াসাধন

থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে নাটমণ্ডল মিলনায়তনে পরিবেশিত হয় মুক্তি, মোক্ষ ও কায়াসাধন। পরিবেশনা তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিভাগীয় সহকারী অধ্যাপক তানভীর নাহিদ খান, সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিভাগীয় চেয়ারপার্সন কাজী তামান্না হক সিগমা এবং অংশগ্রহণে ছিল ২০২৪ সনের স্নাতক ২য় বর্ষ ৪র্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

পরিবেশনা নির্মাণ প্রস্তুতি ও মাঠ সমীক্ষা বিবরণ :

জন্মাষ্টমী– ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত কমিটির আয়োজনে সম্পাদিত পরিবেশনা থেকে অনুপ্রাণিত। অষ্টকগান (*নৌকাবিলাস* পালা) – নড়াইল জেলার ঐতিহ্যবাহী *নৌকাবিলাস* পালা, যা পালাকার অরুন কুমার বিশ্বাস এবং তার দল রামায়ণ সম্প্রদায়ের পরিবেশনারীতি থেকে অনুপ্রাণিত। তাজিয়া– পুরান ঢাকার হোসেনি দালানের ধর্মীয় আচারভিত্তিক পরিবেশনা থেকে অনুপ্রাণিত। রয়ানী– মধ্যযুগের কবি বিজয়গুপ্ত রচিত *মনসামঙ্গল কাব্যের* উপর ভিত্তি করে গঠিত এবং বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা গ্রামের শ্রী শ্রী মা মনসা মন্দিরে সুধীর কীর্তনিয়ার নেতৃত্বে মা মনসা সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশিত পরিবেশনা থেকে অনুপ্রাণিত।

নৌকাবিলাস পালা

আন্তঃবিভাগ ফুটবল টুর্নামেন্টে থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্ট্যাডিজ বিভাগের ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর প্রথম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী শেখ মুমতারিন অথৈ গুরুতরভাবে আহত হয়। তার চিকিৎসা সহায়তার জন্য ২১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬টা এবং ৭টা ৩০ মিনিটে নাটমণ্ডল মিলনায়তনে সাইদুর রহমান লিপনের নাট্য নির্দেশনায় নৌকাবিলাস পালা মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে বিভাগের ২০২৪ সনের স্নাতক ২য় বর্ষ ৪র্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

পরিবেশনা নির্মাণ প্রস্তুতি ও মাঠ সমীক্ষা বিবরণ :

নড়াইলের হাতিয়ারার এগারোখান গ্রাম থেকে অষ্টকগান আঙ্গিকে *নৌকাবিলাসের* আখ্যান, বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা থেকে রয়ানী আঙ্গিকে *মনসামঙ্গলের* আখ্যান, ঢাকার পুরান ঢাকার হোসেনী দালান থেকে বের হয়ে জিগাতলা পর্যন্ত গিয়ে ঠাণ্ডা হওয়া তাজিয়া মিছিল ও ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে বের হওয়া জন্মাষ্টমী মিছিল– মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করার পর বিভাগে সেমিনার ও পরিবেশনা দর্শকসম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। কোর্স পরিচালনায় বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তানভীর নাহিদ খান ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় চেয়ারপার্সন কাজী তামান্না হক সিগমা ছিলেন।

২২টি নাটক নির্মাণ করে পরীক্ষা প্রযোজনা

থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২০২৪ সনের স্নাতক সমাপনী সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের নাট্য নির্দেশনা কোর্সের পরীক্ষা প্রযোজনা ২১ নভেম্বর হতে ১ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখ প্রতি সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে নাটমণ্ডল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের নিজেদের লেখা, অনুবাদ, নাট্যরূপ এবং দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত নাট্যকারদের লেখা ২২টি নাটক নির্মাণ করে পরীক্ষা প্রযোজনা মঞ্চস্থ করা হয়। কোর্স সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ড. আহমেদুল কবির এবং কো-অর্ডিনেট করেন সহকারী অধ্যাপক তানভীর নাহিদ খান। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিভাগীয় চেয়ারপার্সন কাজী তামান্না হক সিগমা।

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

আদিবাসী ভাষা অধ্যয়ন শীর্ষক কোর্সের অংশ হিসেবে রাজশাহীতে একটি মাঠ গবেষণা কার্যক্রম আয়োজন

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ ২০২৫ সালের ২৩ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আদিবাসী ভাষা অধ্যয়ন শীর্ষক কোর্সের অংশ হিসেবে রাজশাহীতে একটি মাঠ গবেষণা কার্যক্রম আয়োজন করে। এ বছরের মাঠ গবেষণায় শিক্ষার্থীরা সাঁওতালি, পাহাড়িয়া এবং মাহলে – এই তিনটি আদিবাসী ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং ভাষাবিজ্ঞানের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে। গবেষণার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীরা আটটি দলে বিভক্ত হয়ে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা (সন্তোষপুর, আন্ধারকোঠা, দাঁমকুড়াহাট, গোপালপুর, মধুপুর, ভোগরুল প্রভৃতি) থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে, যেখানে ভাষার গঠন, ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের পাশাপাশি সমাজভাষা বৈজ্ঞানিক অবস্থার স্বরূপও বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। ভাষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা এই তিনটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জীবনধারা ও ঐতিহ্য সম্পর্কেও ধারণা লাভ করে। ফলে, মাঠ গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবল ভাষার গঠনগত বৈশিষ্ট্যই নয়, বরং এই জাতিসত্তাগুলোর পরিচয়, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরতর ধারণা অর্জন করে। এমন বাস্তব অভিজ্ঞতালাভ ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে আরও উৎসাহী করবে এবং ক্ষেত্র ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা রাখি।

নবীনবরণ ও শিক্ষা সমাপনী ২০২৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে ৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে নবীনবরণ ও শিক্ষা সমাপনী ২০২৫ আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া

হয় এবং ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের এমএ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের মাননীয় ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। অনুষ্ঠানের আহবায়ক ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ ইনজামাম এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মনিরা বেগম। অনুষ্ঠানে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মো: জয়নাল আবেদীন এবং সোহানুজ্জামান আনসারী শ্রেষ্ঠ শ্রেণি প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং তাদের ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া সহশিক্ষা কার্যক্রমে বিশেষ অবদানের জন্য নিশাত তাসনীম দিশা (শ্রেণি রোল : ১৪৭১)-কে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আয়োজিত হয়।

মেইচেং ঝুর বাংলাদেশে তার একাডেমিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

বেইজিং ফরেন স্টাডিজ ইউনিভার্সিটির মেইচেং ঝু (লাবণ্য) ২৯ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগে বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল বাংলাদেশে একাডেমিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। ঝু বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণির একটি ক্লাসে আমন্ত্রিত শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ঝু তার বক্তব্যে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। ঝু এর বক্তব্য আন্তঃসাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ঋদ্ধ করে। এছাড়াও তাঁর বক্তব্য স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের গুরুত্ব তুলে ধরে।

সংগীত বিভাগ

"সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০২৫ উদ্‌যাপন"

গত ১৪ ও ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রি. বিভাগের উদ্যোগে "সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা"র আয়োজিত হয়। আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের মাননীয় ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. প্রিয়াংকা গোপ-এর তত্ত্বাবধানে বিভাগে অধ্যয়নরত বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, লোক সংগীত, রাগ সংগীত, যন্ত্র সংগীত, রাগপ্রধান বাংলা গান, আধুনিক গান ও দেশাত্মবোধক গানসহ মোট আটটি বিষয়ে সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

Research & Career Essentials : Crafting Synopsis, Proposal and CV বিষয়ক কর্মশালা

গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. প্রিয়াংকা গোপ-এর সভাপতিত্বে বি.এ. (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার ও এম.এ. শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'Research & Career Essentials : Crafting & Synopsis, Proposal and CV' বিষয়ক কর্মশালা আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনের প্রধান বক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম এবং আয়োজনের সমন্বয়ে ছিলেন সংগীত বিভাগের অধ্যাপক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী।

"স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা"

সংগীত বিভাগ এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রি. বিভাগে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত নবীন শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য, শারীরিক, সামাজিক ও আত্মিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কর্মশালার আয়োজন করে। বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. প্রিয়াংকা গোপ-এর সভাপতিত্বে এবং বিভাগের ছাত্র উপদেষ্টা মিসেস টুম্পা সমাদ্দার-এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত কর্মশালায় আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

Television Production & Programme Management

সংগীত বিভাগ গত ২৯ ও ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখ আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে "Television Production & Programme Management" বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। আয়োজনের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, মাননীয় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. প্রিয়াংকা গোপ-এর সভাপতিত্বে দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণ অংশ্রগ্রহণ করেন।

বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ

'Teachings of Sri Krishna in Establishing an Inclusive Society' শীর্ষক সেমিনার

২১ আগষ্ট ২০২৫ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র ও বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে কলাভবনস্থ ড. সাকিনা আজহার সেমিনার রুমে "Teachings of Sri Krishna in Establishing an Inclusive Society" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের মাননীন ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী আম্বেষানন্দ, সিনিয়র সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মিলটন কুমার দেব, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েম। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ।

'Islam and Muslim Women's Everyday Peace: A Desert Vision for the Bangladesh Delta' শীর্ষক সেমিনার

০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনস্থ ড. সাকিনা আজহার সেমিনার রুমে "Islam and Muslim Women's Everyday Peace: A Desert Vision for the Bangladesh Delta" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের মাননীয় ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন সাইকিয়া, অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাফী মো. মোস্তফা।

বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর শিক্ষা শীর্ষক সেমিনার

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে "বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর শিক্ষা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের মাননীয় ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুহিবুল্লাহ আল বাকী আন নদভী, পেশ ইমাম, বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে হোসাইন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, সহযোগী অধ্যাপক, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নৃত্যকলা বিভাগ

'Adda and Embodied Language Cultures' শীর্ষক কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগ কর্তৃক গত ১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে "Adda and Embodied Language Cultures" শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালাটি পরিচালনা করেন আমেরিকার ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ড. রথ ক্যালি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার হালিমা আখতার (রিবন)। উক্ত একাডেমিক ও সাংস্কৃতিক কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নৃত্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বিষয়ে ধারণা লাভ করে। আলোচকবৃন্দ নৃত্যের ভাষা, দেহভঙ্গি, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ও সমসাময়িক নৃত্যচর্চা বিষয়ে আলোচনা করেন। উক্ত কর্মশালায় নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন বিভাগের চেয়ারপার্সন ও সহকারী অধ্যাপক তামান্না রহমান।

পৌষ উৎসব ১৪৩২

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ ঢাকাস্থ গুলশান সোসাইটি ও ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অব বাংলাদেশ-এর সম্মিলিত আয়োজনে পৌষ উৎসব-১৪৩২ আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে নৃত্য শিল্পীরা বাংলা লোকসঙ্গীতের সাথে সমবেত দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে যা বাঙ্গালীর লোকনৃত্য ও সংস্কৃতির গভীর ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করেছে। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন বিভাগের প্রভাষক লাবনী বন্যা এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক সাইফুল ইসলাম ও এস.এম. হাসান ইশতিয়াক।

মহান বিজয় দিবস

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সংগীত ও নৃত্যকলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। নৃত্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মনিরা পারভীন, প্রভাষক লাবনী বন্যা, খণ্ডকালীন শিক্ষক সাইফুল ইসলাম ও এস. এম হাসান ইশতিয়াক-এর নৃত্য পরিচালনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিজয়ের গানের সাথে নৃত্য পরিবেশিত হয়।

নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ

ক্রমিক	শিক্ষকের নাম	বিভাগ	যোগদানের তারিখ	ছবি
১	মো: শফিকুল হাসান শিহাব	উর্দু বিভাগ	২৮/০৮/২০২৫	
২	মোছা: আলপনা আকতার	উর্দু বিভাগ	২৮/০৮/২০২৫	
৩	জনাব হামিদুর রহমান	দর্শন	২১/০৭/২০২৫	
৪	জনাব জি. এম. বায়েজিদ ইসলাম	দর্শন	২২/০৭/২০২৫	
৫	এস. এম. লাতিফুল খাবীর	থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ	২০/০৭/২০২৫	
৬	ফারজিয়া হক ফারিন	থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ	২০/০৭/২০২৫	
৭	ড. মেহের আফরোজ লুৎফা	বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি	১৭/০৬/২০২৫	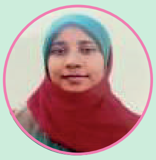
৮	তাহরিমা বিনতে মৌ	বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি	১৭/০৬/২০২৫	

কলা অনুষদের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

কলা অনুষদের পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষকবৃন্দ

ক্রমিক	ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষকের নাম	অভিসন্দর্ভের শিরোনাম	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ডিগ্রি অর্জনের তারিখ	বিভাগ
১	ড. শারমিন জাহান চৌধুরী	Mass Gathering and public Health: Fairs in Colonial Bengal (1866-1939)	University of York, U.K	০৮/০৮/২০২৫	ইতিহাস
২	ড. মো. আশিকুজ্জামান খান কিরণ	The Influence of Buddhist Philosophy on the Baul Songs: With Special Reference to Bangladesh and West Bengal of India	Banaras Hindu University, India	৩০/১০/২০২৫	পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ

কলা অনুষদ থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনকারী গবেষকবৃন্দ

ক্রমিক	গবেষকের নাম	অভিসন্দর্ভের শিরোনাম	ডিগ্রি অর্জনের তারিখ	বিভাগ
১	ড. মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক	জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাঙালি ও বাংলার স্বরূপ অন্বেষণ	২২/১১/২০২৫	বাংলা
২	ড. তুষার তালুকদার	Pablo Neruda's Contribution to Marzist Aesthetics	২৭/০৮/২০২৫	ইংরেজি
৩	ড. মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া	A Study of Digital Preservation Practices in Selected University Libraries in Bangladesh	২৭/০৮/২০২৫	তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা
৪	ড. মো: মনিরুল ইসলাম	Impact of Knowledge and Leadership Quality on User Satisfaction: Investigating the Situation of Selected Academic Libraries of Bangladesh	২৭/০৮/২০২৫	তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা
৫	ড. সুলতানা বেগম	Total Quality Management (TQM) in Engineering and Technology University Libraries of Bangladesh	২৭/০৮/২০২৫	তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা
৬	ড. সাবরিনা আকতার	Use of E-resources for Improving Scholarly Output and Academic Progress: Perceptions of Faculty Members and Researchers in Bangladesh	২৭/০৮/২০২৫	তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা
৭	পার্থ প্রতীম সাধু	Rohingya Crisis: Religious Persecution or Ethnic Cleansing	৩১/০৮/২০২৫	বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি

কলা অনুষদ থেকে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনকারী গবেষকবৃন্দ

ক্রমিক	গবেষকের নাম	অভিসন্দর্ভের শিরোনাম	ডিগ্রি অর্জনের তারিখ	বিভাগ
১	মাছরুর আহমদ	"সিলেট বিভাগে তাসাওউফ চর্চা" (Practice of Tasawwuf in Sylhet Division)	২৮/০৮/২০২৫	আরবী
২	মুহাম্মদ নোমান হোসাইন	"আবু উবাইদ রচিত 'কিতাবুল আমওয়াল'-এর আলোকে যাকাত-সাদাকাহ্ সংগ্রহ ও বিতরণ পদ্ধতি" (The system for collection and disbursement of Zakat-Sadaqah in the light of "Abu Ubaid's Kitab-Al-Amawal)	২৮/০৮/২০২৫	আরবী
৩	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	মাকাসিদে শরীআহ'র আলোকে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	২৭/০৮/২০২৫	ইসলামিক স্টাডিজ
৪	মোঃ আবদুল্লাহ শরীফ	Role of Islamic Microfinance in Rural Development: Bangladesh Perspective	২৭/০৮/২০২৫	ইসলামিক স্টাডিজ
৫	মোঃ আব্দুল হাকিম শাহ্	Managing Intellectual Properties of Electronic Theses and Dissertations (ETDs) of University Libraries in Bangladesh: Challenges and Opportunities	২৭/০৮/২০২৫	তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা
৬	পার্থ প্রতিম বিশ্বাস	জীবন সংগ্রামে লোকসংগীতের প্রভাব : খুলনা অঞ্চল	২৮/০৮/২০২৫	সংগীত

কলা অনুষদের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

আলোকচিত্রে কলা অনুষদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিশেষ সেমিনার ২০২৫

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিশেষ সেমিনার ২০২৫

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিশেষ সেমিনার ২০২৫

A Day-long Workshop on OBE 2025

A Day-long Workshop on OBE 2025

কলা অনুষদ শতবর্ষ ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি ২০২৫

আলোকচিত্রে কলা অনুষদ

ডিন্‌স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ (শিক্ষার্থী)

ডিন্‌স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ (শিক্ষার্থী)

ডিন্‌স অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ (শিক্ষক)

ডিন্‌স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ ২০২৫

AI Literacy শীর্ষক সেমিনার ২০২৫

AI Literacy শীর্ষক সেমিনার ২০২৫